আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সমকা-লর একটি সমা-লাচনা

প্রণব -ঘাষ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) রসায়নবিদ ও বিজ্ঞানী ; বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কারের জন্যই তিনি সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি কিছু প্রবন্ধও লি-খছি-লন। একা-লর অল্পসংখ্যক পাঠকই -স খবর রা-খন। অথচ এই প্রবন্ধগুলিতে প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা, যৌক্তিক পারম্পর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা এরকমই একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'। এই প্রবন্ধটি ব্রাহ্ম-নতা কৃষ্ণকুমার মি-ত্রর কন্যা কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় ১৯০৯ খ্রিস্টা-ব্দ প্রকাশিত হয়। প-র প্রবন্ধটি গ্রন্থাকা-রও -বর হয়। প্রফুল্লচ-ন্দ্রর এই প্রবন্ধটির একটি সমা-লাচনা লি-খছি-লন নব্য হিন্দু আ-ন্দাল-নর অন্যতম -নতা তথা -সই সময়ের প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ--লখক ইন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। তাঁর সমা-লাচনাটি ''পি.সি. রায়ের 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' '' নামে পরিচিত। পাঁচভাগে বিভক্ত ইন্দ্রনাথের সমালোচনাটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১০ পৌষ থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৯ মাঘ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি কোথাও কোথাও প্রফুল্লচ-ন্দ্রর প্রব-ন্ধর প্রশংসা ক-র-ছন, -কাথাও বা তাঁর মতকে নিজস্ব যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' প্রবন্ধ এবং তার সমা-লাচনাটির তুলনামূলক আ-লাচনাই আ-লাচ্য প্রব-ন্ধর মূল উপজীব্য।

বুদ্ধির দি-ক -থ-ক বাঙালি জাতি পৃথিবীর অন্য -কানও জাতি অ-পক্ষা নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু -য প-থ (সত্যানুসন্ধানে) বুদ্ধি বৃত্তি নিয়োজিত করলে নানা সুফল পাওয়া যেত সে প-থ বাঙালি এর নি-য়াগ ক-রনি। তাই বিশ্বসভায় বাঙালি জাতির গর্ব করার ম-তা বিষয় খুব -বশি -নই। মুসলমান রাজ-ত্ব ন্যা-য়র নিস্ফল কূটতর্ক ও স্মৃতির বিধি ব্যাবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলন এবং ইং-রজ শাসনকা-ল -করানির -লখনিচাল-ন ও উকি-লর অনাবশ্যক বাক্‌বিতণ্ডায় বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তির দুর্লভ শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে বলেই প্রফুল্লচন্দ্র মনে করেছিলেন। তবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে বাঙালি যুবকেরা কুসংস্কার ঝেড়ে -ফ-ল নব উদ্য-ম -জ-গ উঠ-ত শুরু ক-রছি-লন। এই অবস্থায় বাঙালির কি করা উচিত এই সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি-লন প্রফুল্লচন্দ্র — *''আজ বর্ত্তমান জগতের ভীষণ জীবন-সঙ্ঘ-র্ষর দি-ন আপনা-দর জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখি-ত হই-ল, রঘুনন্দন ও কুল্লুকভ-ট্টর প্র-বশ লাভ করিয়া পুনরায় ন্যায়-সাংখ্যের গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে, কি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে হইবে?''*(১)

প্রফুল্লচ-ন্দ্রর উত্থাপিত এই বিতর্কমূলক প্রসঙ্গকে স্বাগত জানিয়ে মন্তব্যটির পর্যা-লাচনা ক-র-ছন ইন্দ্রনাথ। তাঁর ম-ত, প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'জাতীয় অস্তিত্ব' বল-ত কি -বাঝা-ত -চ-য়-ছন তা স্পষ্ট নয়। জাতি-ত জাতি-ত -ভদ স্বীকার কর-ল ত-বই জাতীয় অস্তি-ত্বর একটা অর্থ হ-ত পা-র ব-ল ইন্দ্রনাথ উদাহরণ দি-য় তা ব্যাখ্যা ক-র-ছন। আবার যেখানে প্রফুল্লচন্দ্র জ্ঞান-গ-বষণা এবং শিল্প--সবা-ক অভিন্ন রূ-প -দখা-ত -চ-য়-ছন -সখা-ন ইন্দ্রনাথ ওই দুটিকে পৃথক পৃথক অধিকারীর নিমিত্ত কল্পিত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর

ম-ত, এ-দ-শর কামার, কু-মার -কা-না কা-লও ন্যায়-সাং-খ্যর চর্চা ক-রনি। আর ন্যায় সাং-খ্যর -সবাকারী মহাপুরু-ষরা কখনও চামড়া পাইট কর-ত ও জু-তা -সলাই কর-ত শেখেননি। যে শিক্ষার গুণে মানুষ সুখ শান্তিতে থাকতে পারে বা জীবনযাপন করতে পারে -সই শিক্ষা-ই ইন্দ্রনা-থর ম-ত -শ্রষ্ঠ শিক্ষা। জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখ-ত গি-য় যদি সর্বদা সবাই-ক ছট্পট কর-ত হয় তাহ-ল জাতীয় অস্তিত্ব অ-পক্ষা সুখময় শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখা ইন্দ্রনা-থর কা-ছ অধিক গ্রহণ-যাগ্য।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর প্রবন্ধে বাঙালিদের বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য ক-র ধাবিত হও ব-ল -য পরামর্শ দি-য়ছি-লন তা ইন্দ্রনাথ গ্রহণ-যাগ্য ম-ন ক-রননি। ইন্দ্রনাথ ''পি. সি. রা-য়র 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' '' প্রব-ন্ধ এ সম্প-র্ক ব-লছি-লন — *''এ কথার অর্থ কি? -সাজা অর্থ এই -য - -বদ-ক অমান্য কর, স্মৃতি ভুলিয়া যাও, দর্শন শাস্ত্রের কথা লইয়া আর এক ক্ষণও নষ্ট করিও না, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলে মিলিয়া ইউরোপের 'বিজ্ঞান' সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়, সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া -কবল শিল্প-কলার শরণাগত হও।''*(২)

ইন্দ্রনাথ ম-ন কর-তন, শিল্প-বিজ্ঞানে অর্থ ছাড়া আর কিছু হয় না ; ধর্ম হয় না -মাক্ষ হয় না — -কা-না কিছুই হয় না। অর্থাৎ তা-ত আধ্যাত্মিক জীব-নর উন্নতি ঘ-ট না। অথচ ইন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক জীব-নর উন্নতি-কই চরম উন্নতি ব-ল ম-ন কর-তন। শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ে উন্নতি যেমন প্রয়োজন তেমনই মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশ ঘটাও সমানভাবে প্রয়োজন। এই দিকগুলির মেলবন্ধনেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

প্রফুল্লচন্দ্র রা-য়র ম-ত, রঘুনন্দন ও কুল্লুকভ-ট্টর টীকা টিপ্পনী শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান ক-র যদি আমরা স্বাধীন চিন্তা কর-ত অক্ষম হয় তাহ-ল আমা-দর অ-ধাগতি অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীন চিন্তা ভাবনায় অক্ষম হ-য় আলস্য ও অন্ধবিশ্বাস-ক আঁক-ড় ধ-র থাক-ল আমরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে বাধ্য। তাঁর এই মত অত্যন্ত যুক্তিসম্মত। কিন্তু তিনিই আবার ব-ল-ছন — *''প্রাচীন হিন্দু জাতির মহান আদর্শ ভুলি-ল আমা-দর চলি-ব না ...''*।(৩) ইন্দ্রনাথ ''পি.সি. রা-য়র 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' ''-এর তৃতীয় ভা-গ প্রফুল্লচ-ন্দ্রর উপরি-উক্ত কথা দুটিকে পরস্পর-বি-রাধী ব-ল ম-ন ক-রছি-লন। কারণ হিসা-ব তিনি ব-লছি-লন রঘুনন্দ-নর কা-ছ না শিখ-ল প্রাচীন হিন্দু জাতির মহান আদর্শ জানার উপায় -নই। অথচ প্রফুল্লচন্দ্র রঘুনন্দন-ক অমান্য করার কথা ব-ল-ছন।

দ্বিতীয়ত, নিজস্ব যুক্তি ও বিচারের সাহা-য্য -কা-না কথার যথার্থতা প্রমাণিত হ-ল তবেই তা গ্রহণ করা উচিত ; এটাই স্বাধীন চিন্তার মূলসূত্র — এমনটা ভাব-তন প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু ইন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাধীনচিন্তা সংক্রান্ত যে সূত্র সে সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে ব-ল-ছন — *'' 'স্বাধীন চিন্তা' এই বাক্যের সঙ্কুচিত অর্থ স্বীকার করিতেই হইবে। কতকগুলো তত্ত্ব অথবা কোনো কোনো বিশেষ তত্ত্ব মানিয়া লইয়া তাহার পর যে কোন বিষয়ের বিচারে*

প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহা যিনি না মানেন, তাঁহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলা যাই-ব?....''(৪)

তৃতীয়ত অন্ধবিশ্বাস জাতীয় উন্নতির মূল হ-ত পা-র না ব-ল ম-ন কর-তন প্রফুল্লচন্দ্র। ইন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্রের অন্ধবিশ্বাস সংক্রান্ত মতকেও খন্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন নিজস্ব যুক্তির সাহায্যে। তাঁর মতে—

''... বিশ্বাস কি অন্ধ না হইয়া কখন চক্ষুষ্মান হই-ত পা-র ? বিশ্বাস -য স্বভাবতই অন্ধ। যাহা নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহা ত বিশ্বাস নহে, তাহা জ্ঞানই। পরোক্ষ জ্ঞানকে নিজের জ্ঞান স্বরূ-প স্বীকার করিয়া লই-লই তাহা বিশ্বাস পদবাচ্য হয়। আবার 'অন্ধবিশ্বাস' যদি জাতীয় উন্নতির মূল না হই-ত পা-র, তাহা হই-ল কস্মিন্ কা-লও ত -কান জাতির উন্নতি হই-ত পা-র না।''(৫)

সবশেষে, তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধের সাহিত্যগুণের প্রশংসা করেছেন। তবে তাঁর স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত বিচারের গুরুত্ব ইন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' প্রবন্ধের এক জায়গায় ব-ল-ছন — *''যে দেশে অর্থ ক্রিমি-কীট বলিয়া পরিগণিত হইত, -য -দ-শ নিষ্কাম জ্ঞানার্জ্জনই আজীবনব্যাপী কর্ম ছিল, যে দেশের তপোবনে বিহঙ্গকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দের ব্রাহ্মমুহূর্তের আবৃত্তির স্বর কাননভূমি-ক মুখরিত করিত, -সই -দ-শর আজ বিদ্যার্জ্জন মসীবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্বাহের উপায় মাত্র ...।''*(৬) ইন্দ্রনাথ ''পি.সি. রা-য়র 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' '' প্রবন্ধের চতুর্থভাগে প্রফুল্লচন্দ্রের উপরিউক্ত খেদের কারণ উপলব্ধি ক-র ব-ল-ছন — *''..... কিন্তু মসীবৃত্তি ছাড়িয়া কল-কারখানা শিখি-ত আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেই কি আবার এদেশে অর্থ — কৃমিকীট বলিয়া পরিগণিত হই-ব ? না কি নিষ্কাম জ্ঞানার্জ্জনই আজীবন-ব্যাপী কর্ম্ম হই-ব?...''*(৭) *'ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য কুসংস্কা-রর এক অতি বৃহৎ অধ্যায়'*(৮) ব-ল প্রফুল্লচন্দ্র -য মন্তব্য ক-রছি-লন ইন্দ্রনাথ তা অস্বীকার ক-রননি — *''... ব্রাহ্ম-ণর পতন হইয়া-ছ, ইহা আমি অস্বীকার করি না।''*(৯) নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্রাহ্মণদের খারাপ দিকটাকে আড়াল করার চেষ্টা করেননি।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের পঞ্চম ভাগে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষ-য় সহমত -পাষণ ক-র ব-লছি-লন — *''পি.সি. রায়ের মনে ধারণা হইয়াছে যে, বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তানের বর্ত্তমান অবস্থা হেয়, এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া উচিত। আমিও ঐরূপ মনে করি। আমারও মনে ধারণা এই যে, বাঙ্গালী হিন্দু সন্তানের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় এবং এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। এই এক প্রধান বিষ-য় পি.সি. রা-য়র সহিত আমার মিল আ-ছ বলিয়াই — আমি তাঁহার লেখার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।''*(১০)

বর্তমান -শাচনীয় অবস্থার উন্নতি ঘটা-নার জন্য -কান্ আদ-র্শ (ইউ-রাপীয় আদর্শ, না, প্রাচীন হিন্দুর আদর্শ) বাঙালি সমাজ-ক গ-ড় -তালা হ-ব -স সম্প-র্কও উভ-য়র ভাবনার মিল র-য়-ছ। প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন ভার-তর সমাজ-ক সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, শান্ত,

উ-দ্বগবিহীন, পুণ্যসমাজ হিসা-ব পরিচায়িত ক-রছি-লন। তাঁর ম-ত, বৈ-দশিক ঐতিহাসিকেরাও প্রাচীন ভারতের সেই পরিমণ্ডলগুলির প্রশংসা করেছিলেন। এই সমাজ প্রফুল্লচন্দ্রের মতো ইন্দ্রনাথেরও বাঞ্ছিত। তবে প্রফুল্লচন্দ্র বর্তমান সময়ে উক্ত আদর্শের অনুকরণ সম্ভবপর নয় বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে একমত নন। তিনি এ বিষ-য় প্রবল আশাবাদী। -য সব ক-ঠার নিয়ম পুনরায় সমা-জ প্রবর্ত-নর -চষ্টা হ-চ্ছ, -সই সব নিয়ম আমা-দর পূর্ব -গৌর-বর দি-ন প্রচলিত থাক-ল পুরাকা-ল ভারতব-র্ষর -গৌরব কিছু-তই হত না ব-ল প্রফুল্লচন্দ্র ম-ন ক-রছি-লন। অন্যদি-ক, শাস্ত্র-প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করাতেই, অজ্ঞান এবং আলস্য বশত শাস্ত্রবিহিত আচার বর্জন করাতেই আমাদের দুর্দশা ঘটেছে বলে ইন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান শিক্ষাকে আমা-দর জাতির উন্নতির উপায় -ভ-বছি-লন। ইন্দ্রনা-থর ম-ত -সই উপা-য় হিন্দু জাতির সদগতি হবে না। তবে ইন্দ্রনাথ বিজ্ঞান শিক্ষাকে পুরোপুরি বাতিলের পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত বৈশ্য-শূদ্রের নিমিত্ত বিজ্ঞান থাকুক এই ছিল তাঁর মত।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ইন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় উভ-য়ই প্রাচীন ভার-তর -গৌরব সম্প-র্ক স-চতন ছি-লন। উভ-য়ই ম-ন হ-য়ছিল তাঁ-দর সমকা-লর সমাজ অধঃপতিত, দুর্দশাগ্রস্ত। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য কুসংস্কা-রর এক অতি বৃহৎ অধ্যায় রচনা ক-র-ছ — এ সম্প-র্কও -মাটামুটিভা-ব তাঁরা একমত। কিন্তু সমকা-লর অধঃপতিত, দুর্দশাগ্রস্ত -শাচনীয় অবস্থা -থ-ক কীভা-ব সমাজ আবার তার পূর্ব -গৌরব ফি-র পা-ব -স সম্প-র্ক উভ-য়র ভাবনার ম-ধ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকা কিছু-তই সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা দুজন ছি-লন দুই ভাগজগ-তর মানুষ। প্রফুল্লচন্দ্র ছি-লন কর্ম-উদ্যমী এবং বিজ্ঞানী। তাঁর পক্ষে অবৈজ্ঞানিক সংস্কার মান্য করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইন্দ্রনাথ ছি-লন প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় দর্শ-নর আদ-র্শ প্রাণিত। তাঁর প-ক্ষ আধুনিক বিজ্ঞানচর্চাকে সর্বান্তকরণে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালিকে প্রতিষ্ঠিত দেখ-ত -চ-য়ছি-লন ক-র্মর জগ-ত। ইন্দ্রনাথ বাঙালি-ক ধর্মীয় ভাবাদ-র্শর জগ-ত স্থিত -দখ-ত চেয়েছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য সত্ত্বেও এটুকু বলা যায় তাঁরা দুজনেই বাঙালির মঙ্গল -চ-য়ছি-লন — এখা-নই তাঁ-দর সাদৃশ্য।

তথ্যসূত্র

১. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'। বারিদবরণ -ঘাষ (সম্পা.), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা-বিচিত্রা। সাহিত্যম্ : কলকাতা। ২০১০। পৃ - ১৩।
২. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''পি.সি. রায়ের 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' '' (দ্বিতীয় ভাগ)। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)। প্রথম দীপ সংস্করণ। ২০০৭। পৃ - ২৮০।
৩. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'। প্রাগুক্ত। পৃ. - ৩১।
৪. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''পি.সি. রায়ের 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' '' (তৃতীয় ভাগ)। প্রাগুক্ত। পৃ. - ২৮৪।
৫. ত-দব। পৃ. - ২৮৫।
৬. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'। প্রাগুক্ত। পৃ. - ২৯।
৭. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''পি.সি. রায়ের 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' '' (চতুর্থ ভাগ)। প্রাগুক্ত। পৃ. - ২৮৮।
৮. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'। প্রাগুক্ত। পৃ. - ১৯।
৯. ইন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায়, ''পি.সি. রা-য়র 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' '' (চতুর্থ ভাগ)। প্রাগুক্ত। পৃ. - ২৮৮।
১০. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''পি.সি. রায়ের 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' '' (পঞ্চম ভাগ)। প্রাগুক্ত। পৃ. - ২৮৯।